Journal of Nazrul University
ISSN: 2227-5940
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh, Bangladesh

Journal of Nazrul University, a double-blind peer-reviewed interdisciplinary bilingual research journal published biannually by Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal, Mymensingh, Bangladesh, welcomes the submission of original research articles in Bangla and English format for its volume. Authors can send their papers in Microsoft word file (DOC) along with PDF format to **centraljournal@jhltniu.edu.bd,** following the instructions mentioned below within the stipulated time. For submission of manuscripts in Bangla, the authors are requested to follow the Bangla version of the Call for Papers.

General Guidelines

1. Expected authors will be teachers and researchers from higher secondary and tertiary institutes, independent researchers, research students/scholars, and graduate-level/postgraduate-level students from home and abroad. If a graduate-level student intends to submit an article, s/he will have to submit, along with the manuscript, a recommendation letter by the Chair/Head of his/her department verifying his/her identity and the article's authenticity.
2. The highest number of authors of the articles related to the faculty of arts, fine arts and humanities will be 2 (two), social sciences and business studies 3 (three), and science 5 (five).
3. More than one article by the same author(s) (whatsoever singly or jointly written) must not be considered for publication in the same volume.
4. The author must make sure by providing an undertaking that the paper submitted to the *Journal of Nazrul University* is an original research work and has not been published in full or in part before, nor it has been submitted to another journal for review.
5. For every published article, each author will receive a complimentary copy of the respective volume of the journal.

Instructions for Authors

1. The length of an article should be between 5000 and 8000 words (including endnotes, references/works cited, tables, and figures) with an abstract ranging from 200-250 words and 3 keywords.
2. Manuscripts must be typed in Microsoft Word file format (DOC) using Times New Roman font where the title of the manuscript must be 14 point, authors' name 12 point, and body text double spaced in 12 point font on A4 size paper, leaving the margins of 1 inch on all sides in single column.
3. The first page of the article should contain the title, abstract and the body of the paper. The author's name, affiliation or any information related to the author's identify must not be given in any part of the article. A separate page containing the title and abstract of the article along with the author's name, affiliation, mailing address, phone/mobile number and email address must be added.
4. The main body of the article must contain the following parts:

   Introduction
   Literature Review/Overview/Background of the Area

The theoretical Framework/Related Literary/Cultural Theory/Preliminaries
Methodology
Findings/Discussion/Findings/ Results/Textual Analysis
Conclusion
References/Works Cited

5. Besides, the following information should be included:

   Acknowledgements (if any): It should have brief information regarding any research grant support or the assistance of colleagues or institutions.

   Declaration about **Conflict of Interest:** The authors should declare if there is any conflict of interest rry8rdin the article. If there is none, this section should mention: "There is *no* conflict of interest among the authors to be declared."

   Funding Acknowledgement: If the research is a funded one, the author(s) should mention the name of the funding/granting agency/authority. If the research is not funded, the author{s) should mention, "The research is a self-motivated one and not funded."

6. The citation/referencing style, format and documentation of the article must conform to either the MLA style (9th edition) or the APA style (7th edition) written in 10 point Times New Roman Font. The authors are requested to use double inverted commas instead of single ones throughout their articles while quoting texts directly.
7. UK or US spelling may be followed in the manuscript, but mixing up of spellings in the same manuscript must be avoided.
8. Articles found to be plagiarised in any form will be rejected outright.
9. Books, articles or any write-up published by unrecognised publishers, note-books, study-guides, Wikipedia, blogs, and any untrusted website cannot be used as references in research articles.
10. The author(s) of each article appearing in the *Journal of Nazrul University* is/are solely responsible for the information, opinion, and views presented in the content. The publisher and the editorial board do not accept any liability whatsoever for the consequences of any inaccurate or misleading data, information, opinion, or statement.

Professor Dr. Soumitra Sekhar
Editor
Journal Nazrul University
& Vice Chancellor
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh, Bangladesh

Journal of Nazrul University

ISSN: ২২২৭-৫৯৪০

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

অনুসৃতব্য নীতিমালা

১. *জার্নাল অব নজরুল ইউনিভার্সিটি* গবেষণা-পত্রিকার জন্য উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষণা কর্মকর্তা, পিএইচ.ডি কিংবা এম.ফিল পর্যায়ের গবেষকদের লেখা গ্রহণযোগ্য হবে। মাস্টার্স কিংবা অনার্স পর্যায়ে সম্পন্ন গবেষণাপত্রের আলোকে লিখিত প্রবন্ধ বিবেচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত "প্রত্যয়ন পত্র" সংযুক্ত করতে হবে।

২. কলা ও চারুকলা অনুষদভুক্ত গবেষণা প্রবন্ধের লেখক সংখ্যা সর্বোচ্চ ২ জন, সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত গবেষণা প্রবন্ধের লেখক সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩ জন এবং বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত গবেষণা প্রবন্ধের লেখক সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫ জন হতে পারবেন।

৩. একই সংখ্যায় একই লেখকের/ গবেষকের একাধিক লেখা একক বা যৌথ যেমনই হোক না কেন মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

৪. প্রবন্ধ হতে হবে সুস্পষ্ট গবেষণা-জিজ্ঞাসা ও ফল সম্বলিত। লেখায় *জার্নাল অব নজরুল ইউনিভার্সিটি*-র অনুসৃতব্য নীতিমালা ও প্রবন্ধকার বা গবেষকের জন্য নির্দেশনাবলির প্রয়োগ থাকতে হবে।

৫. অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীর ইতিবাচক সুপারিশ সাপেক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিয়্যু (অর্থাৎ, লেখক ও মূল্যায়নকারী উভয়ের পরিচয় পরস্পর থেকে গোপন রাখা) নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

৬. প্রবন্ধকারগণ তাদের প্রবন্ধের মৌলিকত্ব ও স্বত্ব দাবি করে একটি স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করবেন। তবে মূল প্রবন্ধের কোথাও লেখক-পরিচিতি যোগ করা যাবে না। গবেষককে তার নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, ফোন নম্বর ও ই-মেইল পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।

প্রবন্ধকার বা গবেষকের জন্য নির্দেশনাবলি

১. প্রবন্ধ ৪,০০০ থেকে ৭,০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে বাংলা অথবা ইংরেজি। তবে বাংলায় লিখিত প্রবন্ধে ইংরেজি ভাষার উদ্ধৃতি থাকতে পারে। ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখা আহ্বান (Call for Papers)-এর ইংরেজি সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

২. বিন্যাস-সম্বন্ধে অনুসরণীয় : A4 সাইজ কাগজে SutonnyMJ ফন্টের ১৩ point-এ মূল প্রবন্ধের অক্ষরবিন্যাস হবে। প্রবন্ধের Line Space হবে Exactly। শিরোনাম হবে ১৮ point-এ এবং উপ-শিরোনাম থাকলে তা ১৩ point-এ বোল্ড করে দিতে হবে। গবেষণা-সারসংক্ষেপ হবে ১২ point-এ এবং গবেষণা-সারসংক্ষেপটির ইংরেজি অনুবাদ হবে Times New Roman ফন্টের 10 point-এ। প্রবন্ধে ইংরেজি শব্দ থাকলে তা হবে 11 point-এ। বাংলা উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে (indenting) ১২ point-এ বাম পাশের মার্জিন থেকে ০.৫ ইঞ্চি (বা ১টি tab) দূরত্বে বিন্যস্ত হবে। ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে (indenting) 10 point-এ বাম পাশের মার্জিন থেকে ০.৫ ইঞ্চি (বা ১টি tab) দূরত্বে বিন্যস্ত হবে। বিন্যাস-বিষয়ক Template প্রবন্ধ আহ্বানপত্রের অনলাইন সংস্করণে সংযুক্ত রয়েছে।

৩. প্রবন্ধের শুরুতে গবেষণার লক্ষ্য, জিজ্ঞাসা, প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত অনধিক ১৮০-২০০ শব্দের গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract) যুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, গবেষণা-সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র বিশ্লেষিত বিষয় বা মাঠ-কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে না; এটি সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি বা গ্রন্থ পরিচিতি বা তত্ত্ব পরিচিতিও নয়। সে-জন্য গবেষণা-সারসংক্ষেপে শুধুমাত্র এটা বলা-ই যথেষ্ট নয় যে, কোনো লেখক বা সাহিত্যিক বা গবেষক তাঁর লেখায় বা প্রবন্ধে (যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁর রচনার ওপরে প্রবন্ধটি লিখিত) 'এটা বলেছেন', 'ওটা বলেছেন'; বরং, গবেষণা-সারসংক্ষেপে গবেষক বর্ণনা করবেন তাঁর গবেষণা শিরোনামটি দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন, কেন তিনি গবেষণা কাজটি (প্রবন্ধটি) করেছেন (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) এবং কীভাবে তিনি গবেষণাকর্মটি করেছেন (গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি তত্ত্বের প্রয়োগের ব্যাপারে)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গবেষক তাঁর গবেষণা-সারসংক্ষেপে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সারসংক্ষেপ দিবেন। পুরো গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract) জুড়ে টেক্সট/লেখক/কবি পরিচিতি বা লেখক/কবির কথা বর্ণনা করে শেষ বাক্যে প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য গবেষণা-সারসংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য নয়।

৪. গবেষণা-সারসংক্ষেপটির ইংরেজি অনুবাদ সংযোজন করতে হবে।

৫. গবেষণা-সারসংক্ষেপ ও এর ইংরেজি অনুবাদ/Abstract-এর পর ৫(পাঁচ)-টি Keywords/চাবিশব্দ দিতে হবে।

৬. গবেষণামূলক প্রবন্ধের কাঠামোগত গঠন নিম্নরূপ :

ভূমিকা
গবেষণা-সমস্যা বিবৃতকরণ (সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি)
গবেষণা কাঠামো (প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ)
গবেষণার ফলাফল
উপসংহার
তথ্যসূত্র

৭. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এছাড়া বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদির প্রচলিত বা ঐতিহ্যগত নামের ক্ষেত্রে প্রথাগত বানান অপরিবর্তিত রাখতে হবে। যেমন: আওয়ামী লীগ, ঈদ ইত্যাদি।

৮. প্রবন্ধের ভিতরে সরাসরি উদ্ধৃতি বা ভাব, ধারণা, বক্তব্য বা প্যারাফ্রেইজিং-এর তথ্যসূত্র (in-text citation) এবং প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জি (References) উল্লেখের কৌশলের ক্ষেত্রে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association) কর্তৃক প্রকাশিত *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.) APA (7th Edition) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে। প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম (last name), সাল ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং শেষে তথ্যপঞ্জিতে (References) প্রথমে লেখকের শেষ নাম, তারপর প্রথম নাম (first name) উল্লেখ করতে হবে। নিম্নলিখিত দু'টি ক্ষেত্র বাদে অন্য সব ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে APA (7th Edition) অনুসরণ করতে হবে।

বাংলায় লিখিত লেখকের নামের ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ (abbreviation)-এর সমস্যা এড়ানোর জন্য লেখকের প্রথম নাম (first name) সংক্ষেপিত (abbreviated) করা হয়নি। যেমন, কবি রফিক আজাদের নাম লেখার ক্ষেত্রে,

প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) : (আজাদ, ২০১৫, পৃ. ৫২) অথবা ফোকলোরবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে: (চক্রবর্তী, ১৯৫৯, পৃ. ৫০)– এমন,

প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জিতে (References) : আজাদ, রফিক (২০১৫)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। অথবা, চক্রবর্তী, বরুণকুমার (১৯৫৯)। *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সম্পাদিত গ্রন্থের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে : ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ (২০০৯)। শাক্তধর্ম ও তন্ত্র। *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, (রায়হান রাইন, সম্পা.)। সংবেদ, ঢাকা।

অনূদিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে : ব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (২০০৯) । *মহাভারত*, (রাজশেখর বসু, অনু.)। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

APA (7th Edition) ফরম্যাটে শুধু পুস্তক প্রকাশকের নাম উল্লেখ থাকে; পুস্তক প্রকাশের স্থানের উল্লেখ থাকে না। এক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশের স্থানের (ঢাকা, কলকাতা ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

৯. উল্লেখ্য, প্রবন্ধ রচনায়/গবেষণায় ইংরেজিতে লিখিত বা অনূদিত কোনো বই/রচনা থেকে সরাসরি রেফারেন্স নিলে তথ্যসূত্র ও তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখের ক্ষেত্রে হুবহু APA (7th Edition) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে। যেমন : Kesgin, C. E. & Hashemipour, S. (2020). "Othello in Shakespearean Tragedy of Othello". *Discrimintion is Evil : Eassays on Literary Masterpieces*. Nobel Academic Publishing. এবং Virgil, (2009). *Georgics*. (Peter Fallon, Trans.) Oxford World Classics Paperback. London.

১০. উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের কম হলে ডাবল উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") (double inverted comma) দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে। উদ্ধৃতি ২৫শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে (indenting) তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

১১. কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল রচনাসহ যে-কোনো রচনা থেকে ধারণা গ্রহণ ও উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে গৃহীত ধারণামূলক বাক্য ও উদ্ধৃতির পাশে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে। যে-কোনো সাধারণ উদ্ধৃতি ও প্যারাফ্রেইজিং-এর ক্ষেত্রে একইভাবে উদ্ধৃতি বা গৃহীত বক্তব্যের পাশে তথ্যসূত্র নির্দেশ করতে হবে। নিম্নে প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের কিছু উদাহরণ সন্নিবেশিত হলো :

প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের কৌশল : (খান, ১৯৯৭, পৃ. ২৬)

কোনো বই বা লেখার দুই বা তিন জন লেখক হলে দুই বা তিন জনের শেষনামই উল্লেখ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দু'টি বা তিনটি নাম "ও" দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন:

দু'জন লেখকের ক্ষেত্রে : (চক্রবর্তী ও খান, ২০০৮); তিনজন লেখকের ক্ষেত্রে : (চৌধুরী, রহমান ও ঘোষ, ১৯৯৯)

তিনের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে : (মিত্র ও অন্যান্য, ২০২০)

পুরো বই বা প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নির্দেশ করলে (খান, ১৯৯৭); আর নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি বা পৃষ্ঠা নির্দেশ করলে (খান, ১৯৯৭, পৃ. ২৬)

১২. প্রবন্ধের শেষে তথ্যসূত্র সংযোজিত হবে। বাংলা তালিকার পর ইংরেজি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে। তথ্যপঞ্জিতে লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে লিখতে হবে। লেখকের নামের শেষ নাম আগে বসবে, তারপর কমা (,) এবং তারপর বসবে প্রথম নাম। বই, গবেষণা-পত্রিকা (Journal), সাময়িকী বা ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির নাম বাঁকা অক্ষরে (*Italic*) লিখতে হবে। নিম্নে APA (7th Edition) অনুসরণে তথ্যপঞ্জি লেখার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

একজন লেখক কর্তৃক রচিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :
চৌধুরী, আলী হোসেন (২০২২)। *কুমিল্লায় কাজী নজরুল ইসলাম*। শুকতারা প্রকাশনী, কুমিল্লা।

দু'জন লেখক কর্তৃক রচিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :
চক্রবর্তী, রবি ও খান, কলিম (২০০৮)। *বাংলা ভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ*। ভাষাবিন্যাস, কলকাতা।

সম্পাদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :
মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা.) (২০১৩)। *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। অপর্ণা, কলকাতা।

অনূদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :
ফিশার, আর্নস্ট (২০০৯)। *দি নেসেসিটি অব আর্ট*, (শফিকুল ইসলাম, অনু.)। সংঘ প্রকাশন, ঢাকা। (মূল লেখা প্রকাশিত ১৯৫৯)
প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের ক্ষেত্রে : (ফিশার, ২০০৯, পৃ. ১৮)

গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের (Journal Article) ক্ষেত্রে :
আলম, মো. জাহাঙ্গীর (২০১৭)। কবর নাটকের সংলাপ : একটি সরল পর্যবেক্ষণ। *রুদ্রমঙ্গল*, (মো. মাহবুব হোসেন, সম্পা.)। ২য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৪৭। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

সম্পাদিত পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে :
রহমান, রিজিয়া (২০১০)। একজন নির্জন কথা শিল্পীর নিভৃত প্রস্থান। *আলো ছায়ার যুগলবন্দী*, (আবুল হাসনাত ও অন্যান্য, সম্পা.)। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সাময়িকী বা ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে :
আলম, মোহিত উল (১৪২১)। কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা। *গাহি সাম্যের গান*। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

দৈনিক পত্রিকার বেনামী প্রতিবেদন বা সংবাদ থেকে গৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (ইত্তেফাক, ২০১৮, জানুয়ারি ১০)। তবে লেখকের নাম উল্লেখ থাকলে শেষ নাম ব্যবহার করে সূত্র লিখতে হবে। যেমন : (দেবনাথ, ২০১৮)।

তথ্যপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে :
দেবনাথ, আর এম (২০১৮, অক্টোবর ০৫)। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। *দৈনিক ইত্তেফাক*।

অনলাইন সংস্করণ থেকে তথ্য নিলে শেষে ওয়েব ঠিকানা (URL) উল্লেখ করতে হবে। যেমন :
আহমেদ, সারফুদ্দিন (২০২১, মে ১৯)। একচোখা দাজ্জাল মিডিয়া ও কোণঠাসা ফিলিস্তিন। *প্রথম আলো*।
https://www.prothomalo.com/opinion/column/একচোখা-দাজ্জাল-মিডিয়া-ও-কোণঠাসা-ফিলিস্তিন

১৩. অন্যান্য তথ্যসূত্র ও তথ্যপঞ্জি লেখার কৌশলের ক্ষেত্রে APA (7th Edition) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৪. কোনো লেখায় কুম্ভীলকবৃত্তি (plagiarism) পরিলক্ষিত হলে এবং লেখার গবেষণা নৈতিকতার (ঋণস্বীকার/সততা/তথ্য-পরিবেশন) ব্যত্যয় ঘটলে সম্পাদনার যে-কোনো পর্বে সম্পাদনাপর্ষদ তা বাতিল করতে পারবেন। অসাবধানতাবশত কুম্ভীলকবৃত্তি-আক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হয়ে গেলে, অভিযুক্ত লেখককে ভবিষ্যতে গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ দেয়া হবে না।

১৫. বেআইনি, নিবন্ধনহীন প্রকাশনা সংস্থা হতে প্রকাশিত সহজলভ্য, পাইরেইটেড, চটুল সংস্করণের বই অথবা গাইড/নোট বই জাতীয় বই গবেষণায় ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া উইকিপিডিয়া বা এই জাতীয় অনির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট এবং ব্যক্তিগত ব্লগের তথ্য-উপাত্ত বা লেখা গবেষণায় ব্যবহার করা যাবে না।

১৬. *জার্নাল অব নজরুল ইউনিভার্সিটি*-পত্রিকার তথ্যনির্দেশরীতি, ভাষারীতি এবং অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ না করে উপস্থাপিত লেখা মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না। পূর্বপ্রকাশিত (আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ) কিংবা অন্য কোনো পত্রিকায় মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপিত লেখা মূল্যায়নের অযোগ্য।

১৭. *জার্নাল অব নজরুল ইউনিভার্সিটি*-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিষয়ক সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।